কিয়ামত, পুনরোত্থান ও বিচার

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের জন্য মানুষ ও জিন্ন সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের তরে সৃজন করেছেন মহা-বিশ্বের সবকিছু। মানুষ ও জিন্ন যখন পাপাচারে মেতে উঠবে। তাদের পাপে যখন আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠবে। পাপাচার, অত্যাচার ও অনাচারে যখন পৃথিবী ভরে যাবে। মহান আল্লাহ তখন গুস্বা হয়ে সব ধ্বংস করে দেবেন। ইহাই কিয়ামত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: ....কিয়ামত অতি নিকটে (ক্বামার: ১)।

কিয়ামতের পট-ভূমি ও বিশ্ব উষ্ণতাঃ সত্যই কিয়ামত অতি নিকটে। এ মহা-বিশ্বের ধ্বংস আসন্ন। চারিদিকে এরি আলামত ফুটে উঠছে। এবং একাজকে তরান্বিত করছে গ্লোবাল আর্ম বা বিশ্ব উষ্ণতা।

মানুষের বিলাশ সামগ্রী তৈরীতে ব্যবহৃত কল-কারখানা ও গাড়ীর ধোঁয়া বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা ছড়াচ্ছে। ফলে বায়োমন্ডল উষ্ণ হয়ে পৃথিবী ও এর বাসিন্দাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। যেমনঃ

ক. সূর্যের বেগুনী রশ্মি মানব-স্বাস্থ ও পৃথিবীর পরিবেশের জন্য অধিক ক্ষতিকর। এর প্রতিরক্ষা হিসাবে বায়োমন্ডল ঘিরে সুক্ষ আবরন তৈরী করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আল্লাহর তৈরী এ আবরণ সূর্যের আলোকে ফিল্টার করে মানব দেহ ও পৃথিবীর জন্য উপকারী আলো ও তাপ টুকু আমাদের কাছে পাঠায়। এ আবরণ পৃথিবী বাসীর জন্য দয়াময় আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। কিন্তু আজকাল মিল-ফ্যক্টরী ও গাড়ীর ধোঁয়া উপরে উঠে এতে আঘাত হানছে এবং এসবের প্রভাবে ইহা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে সূর্যের বেগুনী রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে ছোটে আসছে। যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে রোগ-ব্যাধী বেড়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে মানব-স্বাস্থ ও পরিবেশ।

খ. মিল-ফ্যক্টরী ও গাড়ী থেকে নির্গত ধোঁয়ার প্রভাবে বায়ুমন্ডল উষ্ণ হয়ে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিন গোলার্ধে সংরক্ষিত বরফের পাহাড় সমূহ গলে বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের পানি।

জলোচ্ছাস ও সোনামীঃ এভাবে চলতে থাকলে এক সময় পৃথিবী পানিতে ভরে যাবে। সাগরে পানির স্তর স্থল ভাগের সমান হয়ে যাবে। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাবে। ফলে ঝড়-তুফান, ঘুর্নি-ঝড়, জলোচ্ছাস ও সোনামী বেড়ে যাবে। বিষয়টির প্রতি ইশারাহ করে ইরশাদ হচ্ছেঃ

যখন সাগর সমূহ তাসজির (ভরে উঠবে, উত্তাল উত্তপ্ত ও পানি-শূন্য) হয়ে যাবে। (৮১ তাকওয়ীর: ৬)

যখন সাগর সমূহ তাফজির (বিস্ফোরিত, প্রবল বেগে প্রবাহিত) হবে। (৮২ ইনফিত্বার: ৩)

কিয়ামতের আগ মুহুর্তে হবে চূড়ান্ত জলোচ্ছাস ও সোনামী। পৃথিবীর এক প্রান্থ থেকে অন্য প্রান্থে আছড়ে পড়বে সাগরের পানি। প্রবল ঝড় ও পানির তোড়ে সব ভেসে যাবে। ধ্বংস স্তুপে পরিনত হবে পৃথিবী। মানুষ, পশু-পাখি সব মরে যাবে। (কিয়ামতের ১০টি আলামত সম্বলিত মিশকাত শরীফের ৪৭২পৃঃয় বর্নিত মুসলিম শরীফের দীর্ঘ হাদীছের শেষ অংশটুকু দেখে নিনি।) কিন্তু আল্লাহর এ আযাব থেকে রক্ষা পাবে আরব উপ-দ্বীপ।

আগুনঃ তারপর ইয়ামানের আদন বন্দরের সমুদ্র কিনারা থেকে আগুন বের হবে। আগুন আরব উপ-দ্বীনের বাসিন্দাদের তাড়িয়ে নিয়ে শামে একত্রিত করবে। (দেখুন: মিশকাত শরীফের ৪৭২পৃঃয় বর্নিত দীর্ঘ হাদীছ)

মহা-প্রলয়ঃ তারপর সিঙ্গা ফুকা হবে। হয়ে যাবে মহা-প্রলয়। আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। পাহাড় সমূহ ধুলি কনার মত উড়ে যাবে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে প্রবল বেগে ছুটে চলবে। পরস্পরে সংঘর্ষ লেগে ভেঙ্গে

টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। জন্ম থেকে জ্বলতে থাকা নক্ষত্ররাজির জ্বলন্ত অঙ্গার সমূহ পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে। ফলে সাগর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। পানি ফুটতে থাকবে। আগুনের প্রভাবে এক সময় সাগর শুকিয়ে যাবে। পৃথিবীর মাটি আদ্রতা হারাবে। পৃথিবীটা পুড়ামাটির মত শক্ত হয়ে যাবে। বিষয়টির বর্ননা দিয়ে ইরশাদ হচ্ছেঃ

যখন সূর্য তাকওয়ীর হয়ে যাবে (আলোকহীন হবে, পৃথিবীতে আছাড়ে পড়বে, মাটি ও পানির ভিতর চলে আসবে) যখন নক্ষত্র সমূহ ইনকিদার (নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটে চলা) হয়ে যাবে, যখন পাহাড় সমূহ উড়ে যাবে। (৮১ তাকওয়ীর: ১-৩)

যখন আকাস ভেঙ্গে পড়বে, যখন নক্ষত্ররাজি ইনতিছার (এলোমেলো, টুকরা টুকরা) হয়ে যাবে। (৮২ ইনফিত্বার: ১,২)

পুনরোত্থানঃ এসব ভাঙ্গা টুকরা এভাবে ৪০(বছর) পড়ে থাকবে। তারপর আবার সিঙ্গা ফুকা হবে। সব জীবিত হয়ে নতুন করে গড়ে উঠবে। আদ্রতা বিহীন পুড়া মাটির পৃথিবীকে নতুন করে সাজানো হবে। এতে গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত কিছুই থাকবে না। শক্ত মাটির সমতল পৃথিবী হবে হাশরের ময়দান। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যেদিন এ যমীনকে অন্য যমীনে রূপান্তরিত করা হবে। আর মহা প্রতাপশালী আল্লাহর (সামনে হাজিরার) তরে সবাই বেরিয়ে আসবে। (১৪ ইবরাহীম: ৪৮)

যেদিন পৃথিবী সমতল হয়ে যাবে। ভিতরের সবকিছু (লাশ সমূহ) উগলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে। (৮৪ইনশিক্বাক্ব:৩,৪)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: উভয় ফুৎকারের মাধ্যবর্তি (সময় হচ্ছে) চল্লিশ। লোকজন বলল: আবু-হুরাইরাহ! চল্লিশ দিন? আবু-হুরাইরাহ বললেন: না..। লোকজন বলল: চল্লিশ মাস? আবু-হুরাইরাহ বললেন: না..। লোকজন বলল: চল্লিশ বছর? আবু-হুরাইরাহ বললেন: না..। (মুসলিম: ২৯৫৫)

হাশরের ময়দানে উত্থিত মানুষদের মাঝে প্রতি হাজারে ৯৯৯জনই হবে পাপিষ্ঠ, বদ। বর্নিত হচ্ছেঃ

আবু-সাঈদ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: (হাশরের দিন) আল্লাহ বলবেন: হে আদম! আদম বলবেন: লাব্বাইক (হে রাব্ব) আপনার করুণা ধন্য (বান্দা হাজির), আপনার হাতেই সকল কল্যান। আল্লাহ বলবেন: জাহান্নামী দলকে আলাদা কর। আদম বলবেন: জাহান্নামী দল কারা ? আল্লাহ বলবেন: প্রতি হাজারে ৯৯৯জন। (রাসূল সাঃ) বললেন: ইহাই ঐ সময় যখন (ভয়ে) শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতির গর্ভ খসে পড়বে, লোকজন বেহুশ হয়ে যাবে। আসলে তারা উন্মাদ নয়। বরং আল্লাহর আযাব বড় ভয়াবহ.....। (মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান: ২২২)

হাশরে আদম আঃ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সবাই জমা হবে। এদের অধিকাংশই পাপিষ্ঠ কাফির। দুনিয়ায় তারা দম্ভ, অহংকার ও অহমিকায় মেতে ছিল। আল্লাহ সেদিন চরম গুস্বা ও রাগান্বিত হবেন। তিনি বাম হাতে পৃথিবীকে উঠাবেন। সপ্ত আকাশ ভাজ করে ডান হাতের মুঠোয় নিয়ে বজ্র কণ্ঠে ঘোষনা করবেন: আনাল মালিক। আইনাল মুলুক (আমি একক অধিপতি। স্বার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক। অন্য অধিপতিরা আজ কোথায়?) বর্নিত হচ্ছেঃ

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ (সুঃ ওয়া তাঃ) আকাশ সমূহকে ভাজ করে ডান হাতের মুঠোয় তুলে নেবেন। তারপর ঘোষনা করবেন: আমিই একক অধিপতি। দাম্ভিকরা আজ কোথায়? কোথায় আজ অহংকারীরা? তারপর পৃথিবীকে বাম হাতের মুঠোয় তুলে ঘোষনা করবেন: আমিই একক অধিপতি। দাম্ভিকরা আজ কোথায়? কোথায় আজ অহংকারীরা? (মুসলিম: ২৭৮৮)

সেদিন দেখবে মা তার দুধের শিশুকে ফেলে দিচ্ছে, গর্ভবতির গর্ভ খসে পড়ছে, লোকজন বেহুশ হয়ে যাচ্ছে। আসলে এরা উন্মাদ নয়। বরং আল্লাহ আযাব বড় কঠোর। (২২ হাজ্জ: ২)

আল্লাহর এমন গুস্বা ও রাগ অনুভব করে লোকজন ভয়ে কাঁপতে থাকতে। আল্লাহর করুণা চেয়ে অনুরোধ করার জন্য মানুষ আদম আঃর কাছে যাবে। কিন্তু আল্লাহর গুস্বা ও রাগে তিনিও কম্পমান হবেন। কিছু বলার সাহস করবেন না। নূহ আঃ, ইবরাহীম আঃ, মূসা আঃ, ঈসা আঃ সবার একই অবস্থা হবে। শেষ পর্যন্ত লোকজন মুহাম্মাদ সাঃর সরনাপন্ন হবে। তিনি বিণীত ভাবে সিজদায় লুঠিয়ে পড়বেন, মহান আল্লাহর প্রশংসা করে কাঁদতে থাকবেন। এক পর্যায়ে আল্লাহর গুস্বা কমে আসবে। তিনি সদয় হয়ে বলবেন মাথা তুল, বলো কি চাও .....। নবী সাঃ তখন বিচারের জন্য অনুরোধ করবেন। ইহাকে শাফায়াতে উজমা বা মহান সুপারিশ বলা হয়। (এসম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে বেশ কয়েকটি হাদীছ বর্নিত হয়েছে। হাদীছ সমূহ অনেক দীর্ঘ বিধায় এখানে উল্লেখ করা হল না।)

মাগফিরাতঃ তারপর বিচার শুরু হবে। আল্লাহর মাগফিরাত ও করূণা লাভে ধন্য ব্যক্তিরা সুখময় জান্নাতের অধিকারী হবে। আর দয়াময়ের করুণা থেকে যারা বঞ্চিত হবে তারা জাহান্নামে ধিকৃত হবে। বর্নিত হচ্ছেঃ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: একদা এক ব্যক্তি হেটে যাচ্ছিল। লোকটি খুব পিপাসিত ছিল। সে এক কুপে নেমে পানি পান করল। বেরিয়ে এসে দেখল: একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে কাদামাটি চুষে খাচ্ছে। লোকটি ভাবল: কুকুরটিও আমার মত তৃষ্ণার্থ। লোকটির পায়ে চামড়ার মোজা ছিল। সে কুপে নেমে মোজায় ভরে পানি এনে কুকুরকে পান করাল। আল্লাহ লোকটির প্রতি সদয় হলেন। তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবাগণ বললেন: ইহা রাসূলাল্লাহ! পশুর প্রতি দয়া করলেও নেকি আছে? বললেন: প্রতিটি প্রাণিতেই নেকি রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)
আবু-হুরাইরাহ থেকে বর্নিত অন্য হাদীছে এসেছে: বনী-ইসরাঈলের এক কাফেলার সঙ্গে একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি তৃষ্ণায় প্রায় মরেই যাচ্ছিল। অবস্থা দেখে এক পতিতা কুকুরটিকে পাণি পান করাল। ফলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন।

উক্ত হাদীছ থেকে প্রতিয়মান হয় আল্লাহ কত দয়াবান। একটি পশুর প্রতি দয়া করার কারনে মহা-পাপিকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন। আবার অন্য হাদীছে দেখা যায়।

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেন: রাসূল সাঃ বলেছেন: কিয়ামতের দিন প্রথমে একজন (বাহ্যত) শহীদকে বিচারের সম্মোখিন করা হবে। তাকে হাজির করে নিয়ামতের কথা স্মরন করিয়ে দেয়া হবে। সে সব স্বীকার করবে। আল্লাহ করবেন: তুমি কি করেছ? লোকটি বলবে: আমি তোমার পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি যুদ্ধ করেছ যেন তোমাকে বীর বাহাদূর বলা হয়। তা বলা হয়ে গেছে। (সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুই নেই) আল্লাহর হুকুমে লোকটিকে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে কুরআন পড়েছে, ইলম শিখেছে এবং লোকজনকে শিখিয়েছে। তাকে নিয়ামতের কথা স্মরন করিয়ে দেয়া হবে। সে সব স্বীকার করবে। আল্লাহ করবেন: তুমি কি করেছ? লোকটি বলবে: আমি ইলম শিখেছি, লোকজনকে শিখিয়েছি, আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি ইলম শিখেছিলে যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। আর তিলাওয়াত করেছিলে যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। এসব বলা হয়ে গেছে (সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুই নেই) আল্লাহর হুকুমে তাকে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে আল্লাহ যাকে স্বচ্ছলতা ও অনেক ধন সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে নিয়ামতের কথা স্মরন করিয়ে দেয়া হবে। সে সব স্বীকার করবে। আল্লাহ করবেন: এসব দিয়ে তুমি কি করেছ? লোকটি বলবে: আপনার পছন্দের সকল পথে সম্পদ বিলিয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি দান করেছিলেন যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। তা বলা হয়ে গেছে। (সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুই নেই) আল্লাহর হুকুমে তাকে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর মাগফিরাত সম্পর্কে উপরে তিনটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি হাদীছের বর্ননা মতে কুকুরকে পানি পান করানোর কারনে দুইজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর মাগফিরাত লাভে ধন্য হয়েছেন, তাদের মাফ করে দেয়া হয়েছে। আর শেষ হাদীছে বলা হয়েছে: লোক দেখানো ও খ্যাতির জন্য কাজ করার কারনে একজন শহীদ, একজন আলীম ও একজন দানশীলকে আল্লাহর করুণা ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আসলে পরকালে আল্লাহর মাগফিরাত ও করুণা শুধু তারাই পাবে যারা শিরক করেনি, কোন প্রকার শিরকের সাথে নিজেকে জড়ায়নি। আর আল্লাহর মাগফিরাত থেকে তারাই বঞ্চিত হবে যারা কোন না কোন ভাবে শিরকের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। উল্লেখিত হাদীছ থেকে ইহাই বুঝা যায়। কুকুরকে পানি পান করিয়ে যারা মাগফিরাত লাভে ধন্য হয়েছেন তারা বড় বড় পাপ করেছেন তবে শিরক করেনি। আর শহীদ, আলীম ও দানশীল ব্যক্তি জীবন ভর নেকি করলেও রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। আর রিয়া সরাসরি শিরক না হলেও তাতে শিরকের গন্ধ বিদ্যমান। তাই রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছেন। যে ব্যক্তি রিয়া (খ্যাতি, লোক দেখানো বা সুনাম অর্জনের জন্য কাজ করা) সকল নেক আমলকে ধ্বংস ও নিস্ফল করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহর সাথে কৃত শিরক তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না। এছাড়া বাকি সকল পাপ চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল সে মহা-পাপ তৈরী করল। (নিসা ৪৮)

মুয়া'য বিন জাবাল রাঃ বলেন: একদা আমি ও রাসূল সাঃ একই গাধার পিঠে ছিলাম। আমি ছিলান পিছনে। তিনি বললেন মুয়া'য! তুমি কি জান, আল্লাহ উপর বান্দার কি হক আর বান্দার উপর আল্লাহর কি হক ? আমি বললাম: আল্লাহ ও রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: বান্দার উপর আল্লাহ হক হল: বান্দা যেন কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক না বানায়। আর আল্লাহর উপর বান্দার হল হল: শিরক না করলে তাকে যেন শাস্তি না দেন। আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকজনকে সংবাদটি জানাব? বললেন: না, তাদের জানিও না, এতে তারা অলস হয়ে যাবে। (বুখারী)

সুতরাং বুঝা গেল: শিরক ধ্বংসাত্বক মহা-পাপ। আখেরাতে আল্লাহর করুণা ও মাগফিরাত পেতে হলে সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আর ছোট বড় যে কোন শিরকের সাথে কোন ভাবে জড়িয়ে পড়লেই ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু মুর্তি পূজার নাম শিরক নয়। শিরক অনেক ভাবে হতে পারে। আর জ্ঞানের অভাবে অনেক মানুষ মুসলমান হয়েও মুশরিক থেকে যায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

অনেক মানুষ ঈমান এনেও মুশরিক থেকে যায়। (১২ ইউসুফ: ১০৬)

তাই আসুন, এবার শিরক সম্পর্কে জেনে নেই।